

কেওয়াইসি নীতিনিয়ম আর অ্যান্টি মানি ল্যগারিং-সংক্রান্ত যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি বারেবারে হতে হয়

ভূমিকা।

মানি ল্যগারিং বা কালো টাকা সাদা করার সমস্যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে আর এতে সন্ত্রাসবাদীদের শাখাপ্রশাখা আর অপরাধী চক্রগুলি সক্রিয়ভাবে মদতলাভ ক’রে দিন-কে-দিন বলশালী হয়ে উঠছে – ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের শান্তি ও সুস্থিরতা চরম ঝুঁকির মুখে পড়ছে। কালো টাকা সাদা করা, সুসংবদ্ধ অপরাধ, মাদকদ্রব্যের কালোবাবসা আর সন্ত্রাসবাদ – এসবই সারা পৃথিবীর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বিরাট ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানি ল্যগারিং আর ফাইন্যান্সিয়াল টেররিজম বলতে কী বোঝায় ?

মানি ল্যগারিং মানে হ’ল বেআইনি কৌশলে প্রাপ্ত টাকা এমনভাবে বদলে ফেলা, যেন আপাতভাবে মনে হয় তা’ কোনো আইনসিদ্ধ উৎস থেকেই এসেছে। মানি ল্যগারিং-এর কাজে সারাবিশ্বের ল্যগারারগণ নিযুক্ত থাকে, যাতে তার সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধমূলক কাজকর্ম গোপন রাখা যায় – যেমন মাদকদ্রব্য/অস্ত্রশস্ত্রের চোরাকারবার, সন্ত্রাসবাদ আর নিপীড়ন।

ফাইন্যান্সিয়াল টেররিজম মানে যেকোনো ধরনের উগ্রপন্থী কাজকর্ম অথবা সন্ত্রাস-ছড়ানো কাজে প্রেরণাদায়ক, তার পরিকল্পনাকারী বা তাতে নিযুক্ত দুষ্কৃতীদের আর্থিক সহায়তা – প্রদান।

মানি ল্যগারাররা আইনি খাতে বেআইনি অর্থ পাঠাতে থাকে, যাতে সেগুলির অবৈধ উৎস গোপন রাখা যায়, আর যারা সন্ত্রাসের কাজে অর্থসাহায্য করে, তারা মৌলিকভাবে আইনানুগ বা বেআইনি অর্থাক্ষ এমন কৌশলে স্থানান্তরিত করে যাতে সেগুলির উৎস ও অন্তিম ব্যবহার, দু’ইই গুপ্ত থাকে – আর এভাবেই ফাইন্যান্সিয়াল টেররিজম’এ মদত জোগায়।

কেওয়াইসি আসলে কী ?

কেওয়াইসি শব্দের পুরো অর্থ “আপনার কাস্টমারকে জানা-বোঝা” – যা ব্যবহৃত হয় গ্রাহকের সনাক্তকরণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে। এতে যুক্তিসঙ্গত প্রয়াসে অ্যাকাউন্টসমূহের প্রকৃত পরিচয় ও সুবিধেভোগী মালিকানা, অর্থাক্ষের উৎস, গ্রাহকের কাজ-কারবারের প্রকৃতি, গ্রাহকের কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অ্যাকাউন্ট কার্যধারা বা যুক্তিযুক্ততা প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয় – যা আবার ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করে তাঁদের ঝুঁকিগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলে চলার জন্যে।

কেওয়াইসি নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হ’ল মানি ল্যগারিং-এর অসাধু কাজে দুষ্কৃতীদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজান্তে ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যবহৃত হতে না দেওয়া।

কেওয়াইসি পলিসি বলতে কী বোঝায় ?

29/11/2004 তারিখে আরবিআই দ্বারা প্রকাশিত সার্কুলারে নির্দিষ্ট বিধিনিয়ম অনুসারে, সকল ব্যাঙ্কগুলির কেওয়াইসি পলিসি প্রতিষ্ঠিত করা দরকার, তাদের যথাক্রমিক বোর্ড থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত ক’রে। কেওয়াইসি পলিসি বা নীতি’র মধ্যে চারটি মৌলিক বিষয় সামিল রয়েছে:

- 1) কাস্টমার অ্যাক্সেসপেন্টস পলিসি (গ্রাহক-স্বীকৃতির নীতি)
- 2) কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন প্রসিডিওর (গ্রাহক-সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া)
- 3) মনিটরিং অফ ট্রান্স্যাকশন্স (লেনদেনগুলির পর্যবেক্ষণ)
- 4) রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ঝুঁকি’র সঞ্চালন)

কেওয়াইসি নীতিনিয়ম আর অ্যান্টি মানি ল্যাগারিং-সংক্রান্ত যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি বারেবারে হতে হয়

‘কাস্টমার’ আসলে কে ?

কেওয়াইসি পলিসি’র উদ্দেশ্যে ‘‘কাস্টমার’’ বা গ্রাহক কথাটির ব্যাখ্যা এইরূপ হতে পারে :

- কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে এবং/অথবা যার সঙ্গে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে ;
- যাঁর পক্ষ থেকে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট বজায় রাখা হয় (অর্থাৎ সুবিধেভোগী মালিক);
- পেশাদার মধ্যস্থতাকারী - যেমন স্টক ব্রোকারগণ, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টগণ, সলিসিটরগণ, প্রভৃতির দ্বারা আয়োজিত লেনদেনের সুবিধেভোগীরা - যেমনভাবে তা’ আইনের অধীনে অনুমোদিত, এবং
- যেকোনো ব্যক্তি অথবা সংস্থা যে এমন কোনো আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত যা ব্যাঙ্কের সুনামে গুরুতর প্রভাব ফেলতে বা অন্যরকমের ঝুঁকিসৃষ্টি করতে পারে - যেমন তার ট্রান্সফার কিম্বা একটিমাত্র লেনদেনেই চড়া মূল্যের ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট’এর জারিকরণ।

‘‘কাস্টমার অ্যাক্সেসপেন্টস পলিসি’’ কাকে বলে ?

কাস্টমার অ্যাক্সেসপেন্টস পলিসি বা গ্রাহককে স্বীকৃতিপ্রদানের নীতি বলতে সার্বিক নির্দেশগুলিকেই বোঝায়, যা গ্রাহকদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতিপ্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি পালন ক’রে চলে। সাধারণভাবে নির্দেশিকায় বলা থাকে যে অজানা বা জাল নামে কোনো অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না, কিম্বা যখন গ্রাহকের পরিচয় কোনো কুখ্যাত অপরাধমূলক পটভূমি থেকে-আসা কোনো ব্যক্তি অথবা নিষিদ্ধ সংস্থাসমূহের সঙ্গে মিলে যায়। একইভাবে ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কের পলিসি অনুসারে আবশ্যিক দস্তাবেজ প্রাপ্ত করতে এবং/অথবা পরিচিতি যাচাই করতে ব্যর্থ হয়, তখনও অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভবপর হয় না।

‘‘কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন’’ প্রসিডিওর’’ মানে কী ?

‘‘কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন’’ মানে গ্রাহককে সনাক্ত করা এবং বিশ্বস্ত ও স্বতন্ত্র দলিল-দস্তাবেজ, নথি ও তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর প্রকৃত পরিচয় যাচাই ক’রে দেখা। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-কে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হয় যে তৎকালীন আইনব্যবস্থা ও নিয়মবিধির আবশ্যিকতা পূরণ ক’রে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে একাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ্রাহকদের থেকে প্রাপ্ত করা আবশ্যিক দস্তাবেজ ও যাচাইকরণ-প্রক্রিয়া’র বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?

যেসব দলিল-দস্তাবেজ প্রাপ্ত করা যেতে পারে এবং যাচাই-প্রক্রিয়া’র বৈশিষ্ট্যগুলিতে তারতম্য থাকতে পারে, যা মূলতঃ গ্রাহকের ধরনের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলির বিষয়ে নীচে দেওয়া হ’ল :

বৈশিষ্ট্যসমূহ	দস্তাবেজ
1.0 ব্যক্তিবিশেষের অ্যাকাউন্ট 1.1 আইনানুগ নাম এবং অন্য যা-যা নাম ব্যবহৃত হয়েছে 1.2 সঠিক স্থায়ী ঠিকানা	(i) পাসপোর্ট (ii) প্যান কার্ড (iii) ভোটার’এর আইডেন্টিটি কার্ড (iv) ড্রাইভিং লাইসেন্স (v) আইডেন্টিটি কার্ড (ব্যাঙ্কের সন্তুষ্টি-সাপেক্ষে) (vi) স্বীকৃত জন- কর্তৃপক্ষ বা সরকারি কর্মরত কারোর চিঠি যেখানে গ্রাহকের পরিচয় ও আবাসস্থল প্রতিপন্ন করা আছে - যেকথা ব্যাঙ্কের কাছে সন্তোষজনক রূপে স্বীকৃত। (i) টেলিফোন বিল (3 মাসের পুরনো নয়) (ii) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট/পাস বই (iii) কোনো স্বীকৃত জন-কর্তৃপক্ষের থেকে চিঠি (iv) বিদ্যুতের বিল (3 মাসের পুরনো নয়) (v) রেশন কার্ড (vi) কর্মদাতার পক্ষ থেকে চিঠি (ব্যাঙ্কের সন্তুষ্টি- সাপেক্ষে)



এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক

আমরা বুঝি আপনার জগৎ

কেওয়াইসি নীতিনিয়ম আর অ্যান্টি মানি ল্যাগারিং-সংক্রান্ত যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি বারেবারে হতে হয়

বৈশিষ্ট্যসমূহ	দস্তাবেজ*
2.0 কোম্পানীসমূহের অ্যাকাউন্ট 2.1 কোম্পানীর নাম 2.2 ব্যবসাক্ষেত্রের মুখ্য অবস্থান 2.3 কোম্পানীর চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা 2.4 টেলিফোন/ফ্যাক্স নম্বর	(i) স্থাপনকার্যের সার্টিফিকেট এবং অ্যাসোসিয়েশনের মেমোরাণ্ডাম ও বিষয়সূচী (ii) অ্যাকাউন্ট খোলার জন্যে এবং অ্যাকাউন্ট-সঞ্চালনে যোগ্য ব্যক্তিদের সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সঙ্কল্পগ্রহণ (iii) তার পক্ষ থেকে ব্যবসাকার্যের আদানপ্রদানের জন্যে তার ম্যানেজার, অফিসার অথবা কর্মচারীদের ‘পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি’ ধার্য করা (iv) প্যান আবন্টনপত্রের প্রতিলিপি (v) ব্যাঙ্কের পক্ষে সন্তোষজনকরূপে গ্রহণীয় কোনো আধিকারিকমতে বৈধ দস্তাবেজ, যেখানে সংস্থার অস্তিত্ব-প্রমাণ আর ঠিকানার প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত (vi) ব্যবসাকার্যের সূচনার স্বীকৃতিপত্র।
3.0 কোম্পানীসমূহের অ্যাকাউন্ট 3.1 কোম্পানীর নাম 3.2 ব্যবসাক্ষেত্রের মুখ্য অবস্থান 3.3 কোম্পানীর চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা 3.4 টেলিফোন/ফ্যাক্স নম্বর	(i) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, যদি রেজিস্টারভুক্ত হয় (ii) অংশীদারিত্বের দলিল (iii) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যবসাকার্যের লেনদেন চালানোর জন্যে কোনো অংশীদার অথবা কর্মচারীকে ‘পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির অনুমোদন (iv) সেইসকল ব্যক্তি অথবা অংশীদার ‘পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এবং তাদের ঠিকানা ধ’রে রেখেছেন – তাঁদের সনাক্তকারী যেকোনো আধিকারিকমতে বৈধ দস্তাবেজ (v) প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব-প্রমাণ এবং ঠিকানার প্রমাণ।
4.0 কোম্পানীসমূহের অ্যাকাউন্ট 4.1 ট্রাস্টী, নিষ্পত্তিকারক, সুবিধেভোগী ও স্বাক্ষরদাতাদের নাম 4.2 প্রতিষ্ঠাতা, ম্যানেজারগণ/ডিরেক্টরগণ ও সুবিধেভোগীদের নাম-ঠিকানা 4.3 টেলিফোন/ফ্যাক্স নম্বর	(i) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, যদি রেজিস্টারভুক্ত হয় (ii) তার পক্ষে ব্যবসাকার্যের লেনদেন সম্পন্ন করতে ‘পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ক্ষমতাদান (iii) ট্রাস্টীগণ, নিষ্পত্তিকারকগণ, সুবিধেভোগীগণ এবং যারা ‘পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ধ’রে রেখেছেন, প্রতিষ্ঠাতা/ম্যানেজার/ডিরেক্টর ও তাঁদের ঠিকানা-সনাক্তকারী যেকোনোরকমের আধিকারিকমতে বৈধ দস্তাবেজ (v) ব্যাঙ্কের সন্তুষ্টি-সাপেক্ষে সংস্থার অস্তিত্ব-প্রমাণ এবং ঠিকানা-প্রমাণকারী যেকোনোরকমের আধিকারিকমতে বৈধ দস্তাবেজ।

* অনুগ্রহ ক’রে খেয়াল রাখবেন যে এটি সামগ্রিক তালিকা নয়, সাক্ষেতিক মাত্র। আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্যে অনুগ্রহপূর্বক আপনার ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কারের সঙ্গে কথা বলুন।

“কাস্টমার” কাকে বলা হয়?

কেওয়াইসি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সম্পাদিত হবে, তবে তাতে সীমাবদ্ধ নয়:

- নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা (জমা/ঋণ)
- পরবর্তী অ্যাকাউন্ট খোলা, যেখানে দস্তাবেজগুলি কেওয়াইসি স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী প্রাথমিক অ্যাকাউন্ট খোলার সময়ে জমা দেওয়া হয় নি।
- লকারের সুবিধে খুলে-দেওয়া, যেখানে এই দস্তাবেজগুলি সকল লকার-সুবিধে ধারকদের জন্যে ব্যাঙ্কের কাছে প্রাপ্ত হয় নি।
- যখন ব্যাঙ্ক উক্ত অ্যাকাউন্টের চালচলনের ভিত্তিতে বর্তমান গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত তথ্যগ্রহণ আবশ্যিক ব’লে মনে করে।
- আরবিআই থেকে গৃহীত নির্দেশের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ান্তরের বিরতির পর।
- যখন স্বাক্ষরদাতাগণ, বাধ্যতামূলক ধারকগণ, সুবিধেভোগী মালিকপক্ষ, প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে।